শিক্ষক ও ছাত্রদের দলীয় রাজনীতি বন্ধের এটিই সময়

৭ নভেম্বর ২০১৯ ০০:০০
আপডেট: ৭ নভেম্বর ২০১৯ ০০:৫৯

দেশের বেশ কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যবিরোধী আন্দোলন চলছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে শীর্ষপদে নিয়োগ দিতে সরকার বেশি সময় নিচ্ছে। দুর্নীতির অভিযোগে কোনো উপাচার্যকে সরে দাঁড়াতে হয়েছে, কাউকে প্রবল আন্দোলনের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এরই মধ্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রায় ১০-১২ দিন নিজ বাসভবনে আবরুদ্ধ ছিলেন। দেখা যাচ্ছে, তাকে মুক্ত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এই অভিযানে তারা ৫ শিক্ষককে আহত করেছে। ছাত্রছাত্রী ও সাংবাদিক আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। ছাত্রলীগের এ অভিযানকে কোনোমতেই অনুমোদন করা যায় না। তবে উপাচার্য ছাত্রলীগকে 'দায়িত্ব নিয়ে কাজ করা'য় কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন!

আমাদের মনে হয়, বর্তমান সরকারের জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি প্রভাববলয় কার্যকর রাখার জন্য এত কৌশলের দরকার ছিল না। পরিবর্তিত বাস্তবতায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের মধ্যে রাজনীতির বাতিক ও আগ্রহ এখন কমেছে। বেশিরভাগ ছাত্র নিজেদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবন নিয়ে ভাবিত থাকেন। ছাত্রলীগ যদি হল ও ক্যাম্পাসে দখলদারি বজায় রাখার কৌশল হিসেবে টর্চার রুম আর গণরুম কালচার চালাতে থাকে, তা হলে সব ক্যাম্পাসে অপরাজনীতি ছড়াতে থাকবে। এতে ছাত্ররা নানা অপকর্মে জড়িয়ে যাবে এবং এর দায় সরকারের ওপর পড়বে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ নেতারা আধিপত্য বজায়ের পাশাপাশি উন্নয়ন কর্মসূচি থেকে মোটা অঙ্কের হিস্যা চাওয়ায় এবং তাদের কথোপকথন ফাঁস হয়ে পড়ায় সমস্যা জটিল আকার ধারণ করেছে। শিক্ষাঙ্গনে কোনো প্রশ্নবিদ্ধ বিতর্কিত ব্যক্তি সর্বোচ্চ পদে থাকতে পারেন না। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়া, না হওয়ার জেদ ধরলে অকারণে অচলাবস্থা দীর্ঘায়িত হয়। এতে ছাত্র এবং দেশের ক্ষতি ছাড়া আর কিছু হয় না। উপাচার্য নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের সুযোগ পাবেন। এ জন্য একটু ধৈর্য ধরতে হবে তাকে। কিন্তু জেদ ধরে বসে থাকলে অচলাবস্থা চলতে থাকবে। তা শেষ পর্যন্ত সরকারের জন্য নেতিবাচক ফলই বয়ে আনবে।

advertisement

আমাদের মনে হয়, সরকারের উচিত হবে সব ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের ভূমিকা নিয়ন্ত্রণ করা। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করাও একান্ত জরুরি। বুয়েটের ছাত্র আবরার ফাহাদের মৃত্যুর পর সর্বমহলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের পক্ষে জনমত তৈরি হয়েছে। এটিকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। অন্তত পক্ষে পাঁচ বছরের জন্য ছাত্র ও শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি বন্ধ থাকা উচিত। আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতিচর্চার সুস্থ-মুক্ত পরিবেশ ফিরে আসুক। এর পর নিয়ন্ত্রিতভাবে ছাত্ররাজনীতির অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। তাই ভিসিকে অবরোধ থেকে মুক্ত করার চেয়েও জরুরি হলো শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা, সব অনাচার-দুর্নীতি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত করা।